

McNally Bharat Engineering Company Limited

CIN : L45202WB1961PLC025181
Corporate Office : Ecospace Campus 2B 11F/12
New Town Rajarhat North 24 Parganas Kolkata 700 160
T +91 3344591111
E mbe.corp@mbecol.co.in W www.mcnallybharat.com Registered Office : 4
Mangoe Lane Kolkata-700 001



May 02, 2022

Bombay Stock Exchange Limited
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400001

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

Dear Madam/Sir,

Sub: Newspaper Advertisement – Results for the quarter and financial year ended March 31, 2022

Scrip Code/Symbol: 532629 / MBECL

Pursuant to Regulation 33 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisement for the financial results of McNally Bharat Engineering Company Limited for the quarter and financial year ended March 31, 2022 published in the following newspapers:

1. Mint - English edition
2. Sukhobor - Bengali edition

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For McNally Bharat Engineering Company Limited


Indrani Ray

Company Secretary

Encl : As above

An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Company

Member  Williamson Magor Group

(McNally Bharat Engineering Company Limited is under Corporate Insolvency Resolution Process as per the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Its affairs, business and assets are being managed by the Interim Resolution Professional, Mr. Anuj Jain, appointed by the Kolkata Bench of Hon'ble National Company Law Tribunal vide order dated 29 April 2022 under the provisions of the Code)

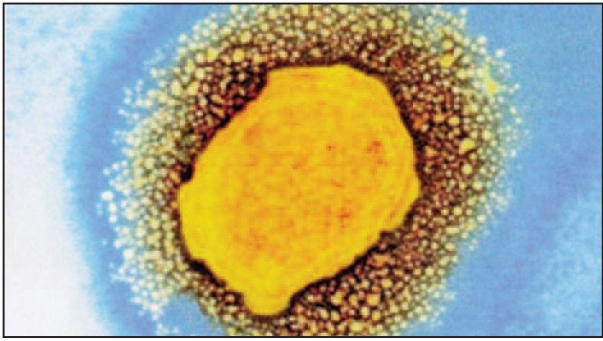
ড. বিমল বসাক



আমরা জানি সব প্রাণীরই বেঁচে থাকার জন্য নিশ্বাস - প্রশ্বাসের দরকার আছে। আমরা বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে শরীরের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে শক্তি উৎপন্ন করি আর কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে ছেড়ে দিই। গাছপালাও প্রাণ আছে, তাই তারাও একইভাবে অক্সিজেন নিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে ছেড়ে দেয়। তবে গাছ-গাছালিরা আরো যা করে তা হল সূর্যের আলোতে (সবুজ) ক্লোরোফিলের সাহায্যে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে নিজেদের শারীরিক গঠনের জন্য দরকারি কার্বন নিয়ে বাতাসে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সালোক সংশ্লেষ (Photo Synthesis)। গাছ নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে ছেড়ে দেয় তার থেকে অনেক গুণ বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাস থেকে শোষণ করে। রাতে যেহেতু সালোক সংশ্লেষ হয় না, সেহেতু রাতে গাছের তলায় কার্বন ডাই-অক্সাইড জমা হয় যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাইরাতে গাছের তলায় স্ততে বারণ করা হয়।

কিছু কিছু গাছ আছে যারা সূর্যের আলো ছাড়াই (রাতের বেলা) বাতাসে অক্সিজেন ছেড়ে দেয় সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়া ছাড়াই। যে প্রক্রিয়ায় এই অক্সিজেন তৈরি হয় তাকে বলে Crassulacean Acid Metabolism CAM। এখন কিছু সহজলভ্য গাছ-গাছালি নিয়ে আলোচনা করব যারা রাতেও অক্সিজেন তৈরি করে। এই সব গাছ-গাছালিকে CAM Plant / Tree বলা হয়।

তুলসী গাছ (Holy Basil) : CAM Plant হওয়ার জন্য তুলসী গাছ রাতেও অক্সিজেন দেয়। তুলসী গাছের আদি নিবাস ভারত। তুলসীর পাতায় একটি সুন্দর গন্ধ আছে যা স্নায়ুকে শান্ত করে আর উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে। এছাড়াও তুলসী গাছের পাতার বেশ কিছু উপকারিতা আছে, যেমন জ্বর সারানো, সাধারণ সর্দি আর যুঁশশক্তি তীক্ষ্ণ করা। খাওয়ার পরে তুলসী পাতা চিবোলে মুখ শুষ্কির কাজ করে।



ড. রণধীর চক্রবর্তী



এক বিরল ভাইরাস রোগ মাক্ষিপক্ষ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই রোগ আফ্রিকার বাইরে খুব কমই দেখা গেছে। কিন্তু গত সপ্তাহে আফ্রিকার বাইরে অন্তত ১১টা দেশে, মাক্ষিপক্ষের ১২০ টারও বেশি নিশ্চিত বা সন্দেহজনক কেস রিপোর্ট করা হয়েছে। এই ভাইরাসকে মাক্ষিপক্ষ বলা হয় কারণ গবেষকরা প্রথম ১৯৫৮ সালে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করার জন্যে রাখা কিছু বানরের শরীরে এই ভাইরাস সনাক্ত করেন। তবে এটি ইদুরের মতো বন্য বা ওয়াইল্ড প্রাণী বা কোনো সংক্রামিত লোকদের থেকে অন্যান্য মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয় বলে মনে করা হয়। আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম আর কেন্দ্রীয় অংশে বছরে গড়ে কয়েক

সঙ্গিনীর খোঁজে সীমান্তবাধা মানছে না বাংলাদেশের বাঘ

শ্রীময়ী বসু



কাঁচাতারের সীমানা মানুষের তৈরি। তাতে খোড়াই কেয়ার শার্দুলকুলের। বাঘিনীর খোঁজে বাংলাদেশের বাঘ তাই হরদমই ঢুকে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গে। বাঘের রাজ্যে নেই কোনো সীমানা বা কাঁচাতারের বেড়া। লাগে না কোনো পাসপোর্ট, ভিসা। বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলের বাঘ তাই অনায়াসে ঢুকে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের জঙ্গলে। ব্যাঘ্র বিশেষজ্ঞদের মতে, শিকার, সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সংখ্যার ওপর নির্ভর করে বাঘ-বাঘিনীর রাজত্বের সীমানা। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর খোঁজে অনেক দূর পথ পাড়ি দেওয়া বাঘ বা বাঘিনীর কাছে খুব স্বাভাবিক ঘটনা। সম্প্রতি সুন্দরবনের বনাঞ্চলে জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশের ৪টে বাঘ ঢুকেছে বলে খবর পেয়েছেন বন কর্তারা। শুধু জঙ্গলে ঢেকাই নয়, শিকার বা খাবারের খোঁজে জঙ্গল লাগোয়া গ্রামেও হানা দিয়েছে ওপার বাংলার বাঘ। বন কর্তাদের কথায়, উপযুক্ত সঙ্গিনী বা বাঘিনীর খোঁজে ও মিলনের আকাঙ্ক্ষায় বারবার বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলের সঙ্গীহীন বাঘ এপার বাংলার সুন্দরবনের জঙ্গলে ঢুকে পড়ছে। বন দফতরের কর্তাদের কথায়, সাধারণত নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত সময় হল বাঘদের মেটিং সিজন (mating season) বা মিলনের সময়।

যেমন, এবছর জানুয়ারি মাসে শীতের রাতে পীরখালি জঙ্গল লাগোয়া সুন্দরবনের মথুরাখণ্ড গ্রামে ঢুকে পড়ে ১টা পূর্ণবয়স্ক বাঘ। বাঘটি বাংলাদেশের বলে অনুমান বনকর্তাদের। একাধিক গবাদি পশুকে মারে বাঘটি। ব্যাঘ্র বিশেষজ্ঞদের মতে, উপযুক্ত সঙ্গিনী বা বাঘিনীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে জঙ্গলে হরদমই জংলি বাঘদের মধ্যে লড়াই হয়। যে বাঘ হেরে যায় লড়াইয়ে তাকে এলাকা ছাড়তে হয়। খাদ্যের খোঁজে তাই সেই একাকী

বাঘ অন্য জায়গায় পাড়ি দেয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলের বাঘ খাদ্যের পাশাপাশি সঙ্গিনীর খোঁজে চলে আসছে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে। সজ্ঞেরাখালি ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্তাদের কথায়, জঙ্গলে শিকার করতে প্রচুর পরিমাণে শারীরিক করার লাগে কিন্তু গ্রামে সহজে খাবার মেলে। তাই জঙ্গলের লড়াইয়ে হেরে যাওয়া দুর্বল হেরো বাঘ গ্রামকেই বেছে নিচ্ছে।

সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘদের জনসংখ্যা বাড়ছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সুন্দরবনে বাঘদের সংখ্যা ২০২০-২১ সালে বেড়ে হয়েছে ৯৬। ২০১৪ সালে



সংখ্যাটি ছিল ৭৬ আর ২০১৮ সালে তা ছিল ৮৮। গত বছরের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ২০২২ সালের বাঘদের গণনার কাজ শুরু হয়। বন দফতর সূত্রে বলা, বাংলাদেশের জঙ্গলে বাঘিনীর অভাব রয়েছে। তাই সঙ্গিনীর খোঁজে বারবার এপার বাংলায় সুন্দরবনের জঙ্গলে ঢুকে পড়ছে বাংলাদেশের বাঘ। সাধারণত, প্রজননের সময়েই বাঘ-বাঘিনী একসঙ্গে জঙ্গলে থাকা পছন্দ করে। প্রজননের সময়কে বলা হয় 'মধুমাস'। ২ বছর অন্তর হয় বাঘদের মধুমাস। কিন্তু 'বাঘ মামার' ক্ষেত্রে তো মানুষের তৈরি আইনকানুন খাটে না। তাই বাংলাদেশের বারো ফের এপার বাংলার সুন্দরবন ছেড়ে ওপার বাংলাদেশে ফিরে যাবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। সে জন্যই চিন্তায় পড়েছেন বাংলাদেশের বনকর্তারা।

মানি প্লান্ট (Money plant Pothos) : আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি — মানি প্ল্যান্ট বাড়িতে রাখলে অর্থগণম হয় আর সংসারে সমৃদ্ধি বাড়ে। কিন্তু আমরা অনেকেই হয়তো জানি না যে মানি প্ল্যান্ট রাতেও বাতাসে অক্সিজেন ছাড়ে। এই জন্য



মানি প্ল্যান্ট বেডরুম চমৎকার কাজ করে কারণ এটা অনিদ্রা দূর করে আর বাতাসকে ফিল্টার করতে সাহায্য করে। এটা বেশ শক্ত লতানে গাছ আর বাঁচিয়ে রাখা বেশ সহজ। এটা টবে, মাটিতে এমনকী মাটি ছাড়া শুধু (বোতলে) জলেও রাখা যায়। তাই মানি প্ল্যান্ট রোবোটিক্স জায়গা, কম আলোর জায়গায় এমনকী ঘরে রাখা যায়। ফেংশুইতেও এসব গাছের উল্লেখ আছে।

ঘৃতকুমারী (Aloe Vera - Aloe barbadensis miller) : ঘৃতকুমারী একটি রসাল শীস থাকা উদ্ভিদ। এর পাতা মোটা বর্ষার ফলার মতো। পাতার দু'পাশে কাঁটা থাকে কিন্তু এসব কাঁটা নরম হওয়াতে কোনো ক্ষতি বা ক্ষত হওয়ার ভয় নেই। পাতার ভেতরে সাদা স্বচ্ছ শীস থাকে। আলোভেরা দিনের পাশাপাশি রাতেও প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন বেরিয়ে বাতাসকে

শোধনকারী উদ্ভিদ হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছে।

এরিকা পাম (Areca Palm) : বাড়ির ভেতরে রাখার উপযোগী সেরা কয়েকটা গাছের অন্যতম। পোস্লে পাম, বাটারফ্লাই পাম আর ইয়েলো পাম নামে এটি পাওয়া যায়। এটা দক্ষিণ ভারতীয় গাছ। এর পাতাগুলো অনেকটা বেতের পাতার মতো। এটি কম সূর্যালোকেও ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে। মাটিতে লাগালে বেশ লম্বা হয়। টবে লাগালে ৬ থেকে ৮ ফুট পর্যন্ত হয়, কিন্তু ছোট টবে আরো ছোটো করেও রাখা যায়। রাতে অক্সিজেন ছাড়ার ক্ষমতা শ্বাস-প্রশ্বাসের উন্নতি করতে সাহায্য করে আর আমাদের রাতে ভালো ঘুমাতে সাহায্য করে। তাছাড়া এই গাছটা ফর্মালডিহাইড আর বেনজিনের মতো ক্ষতিকারক গ্যাস শোষণ করে আর বাতাসকে আর্দ্র রাখে। যারা

সাইনাসের সমস্যায ভুগছেন তাঁদের জন্য বিশেষভাবে আদর্শ।

স্নেক প্লান্ট (Snake Plant) : স্নেক প্ল্যান্টকে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বা Mother-in-law's Tongueও বলা হয়। এটি আরেকটি জনপ্রিয় ইন্ডোর প্ল্যান্ট যা রাতেও বাতাসে

এতে পাতা বলসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিকড়-পচন এড়াতে গাছটিকে অতিরিক্ত জল দেওয়া যাবে না। টবের মাটি এমন হওয়া দরকার যাতে জল না দাঁড়ায়। স্পাইডার প্ল্যান্টের পাতার বা স্টিবের ডগায় ছোটো চারা জন্মায়। এদের কেটে নিয়ে বানা কেটে পাশে টব বসিয়ে লাগিয়ে দিলে নতুন গাছ পাওয়া যাবে। এবার ৩টে ফুলগাছের কথা বলব যারা CAM plant বলে বিবেচিত হয়।

পিস লিলি Peace Lily: পিস লিলি রাতেও বাতাসে অক্সিজেন ছাড়ে। যেসব উদ্ভিদ বাতাসের পক্ষে ক্ষতিকারক জৈব গ্যাস যেমন বেনজিন, ফর্মালডিহাইড, টলুইন, কার্বন মনোক্সাইড আর জাইলিন শোষণ করতে পারে, তাদের মধ্যে পিস লিলি অন্যতম সেরা। এরা ঘরের আর্দ্রতা বাড়াতে পারে যার ফলে ঘুমানোর সময় শ্বাস নেওয়ার জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক। এই গাছ ভালোভাবে বাড়লে মাঝারি, পরোক্ষ আলোর দরকার আর মাটি শুকিয়ে গেলে তবেই জল দেওয়া উচিত।

NASA-র গবেষণায় ব্যবহার করা আশ্চর্যজনক সব এয়ার ক্লিনারের মধ্যে পিস লিলি অন্যতম উদ্ভিদ।

কালঞ্চ বা কাল্যাঞ্চো Kalanchoe : কালঞ্চ একজাতীয় ফুল গাছ। এর সব পাতা একটু মোটা, অনেকটা পাথরচুনা গাছের পাতার মতো। লাল বা আরো কিছু রঙের ছোটো ছোটো সুন্দর ফুল হয়। কালঞ্চ বাতাস থেকে রাতেও CO শোষণ করে অক্সিজেন ছাড়ে আর বাতাসকে আরো তাজা আর শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। কালঞ্চ Crassulaceae, প্রজাতির গাছ। এটি প্রধানত মালাগাস্কার আর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আফ্রিকার স্থানীয় একটি গাছ।

একটি কালঞ্চ প্রজাতি গাছ ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত স্যালাউট-১ মহাকাশ স্টেশনে পাঠানো হয়েছিল। কাল্যাঞ্চ আমাদের দেশে শীতকালে সরাসরি সূর্যালোকে ভালো থাকে। যদিও তারা আধা আলোতে বেঁচে থাকতে পারে আর বেশি মাস ধরে ফুল দেয়। মাটি পুরো শুকিয়ে গেলেই জল দিতে হয়।

মাক্ষিপক্ষ কতটা উদ্বেগের

হাজার মাক্ষিপক্ষের ঘটনা ঘটে। তবে এতদিন আফ্রিকার বাইরে সংক্রামিত হওয়ার ঘটনা কয়েকটি মুষ্টিমেয় সংক্রামিত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যারা আফ্রিকা ভ্রমণ বা সংক্রামিত প্রাণী আমদানির সঙ্গে জড়িত, তাঁদের মধ্যেই সংক্রমণ দেখা যেত। ১৯৭০ সাল থেকে গতবছর আফ্রিকা মহাদেশের বাইরে শনাক্ত হওয়া মোট সংখ্যাকে সাম্প্রতিক সংক্রমণের ঘটনা এর মধ্যেই ছড়িয়ে গেছে।

তবে মাক্ষিপক্ষের জীবাণু কোভিড-১৯ মহামারির জন্য দায়ী SARS-CoV-২ এর মতো এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে এত সহজে সংক্রমণ হয় না। যেহেতু এটি গুটিবসন্ত ভাইরাসের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই এর বিস্তার রোধ করার জন্য এরমধ্যেই ভক্তারদের হাতে চিকিৎসা আছে আর ভাকসিনও রয়েছে।

মাক্ষিপক্ষ ভাইরাস SARS-CoV-২এর মতো আয়োতাস নামে ক্ষুদ্র বায়ুবাহিত ফোঁটার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে না, বরং কাশি থেকে লালার মতো শারীরিক তরলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থেকে ছড়িয়ে পড়ে বলে মনে করা হয়। এর মানে হল, মাক্ষিপক্ষে আক্রান্ত ব্যক্তি SARS-CoV-২আক্রান্ত ব্যক্তির তুলনায় অনেক কম ঘনিষ্ঠ পরিচিতির সংক্রামিত করতে পারে। এই ২ ভাইরাসই flu-র মতো উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু মাক্ষিপক্ষ বর্ধিত লিম্ফ নোড আর মুখ, হাত ও পায়ে স্বতন্ত্র তরল-ভরা ক্ষত সৃষ্টি করে। বেশিরভাগ লোকই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চিকিৎসা ছাড়াই মাক্ষিপক্ষ থেকে সেরে ওঠে। পর্তুগালের গবেষকরা ১৯ মে মাক্ষিপক্ষ ভাইরাসের প্রথম খসড়া জিনোম জমা বা আপলোড

করেন, তা এখনো খুব প্রাথমিক খসড়া আর কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার আগে আরো কাজ করা দরকার। এই প্রাথমিক জেনেটিক ডেটা থেকে গবেষকরা যা বলতে পারেন তা হল পর্তুগালে পাওয়া মাক্ষিপক্ষ ভাইরাসের স্ট্রেন মূলত পশ্চিম আফ্রিকা পাওয়া এক ভাইরাল স্ট্রেনের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে এখন প্রাদুর্ভাবের কারণটি পশ্চিম আফ্রিকার থেকে ঠিক কতটা আলাদা আর নানা দেশে হঠাৎ হঠাৎ উদ্ভীমান সব কেস একে অপরের সঙ্গে জড়িত কিনা তা অজানা রয়ে গেছে। মাক্ষিপক্ষ হল ডিএনএ ভাইরাস, সুতরাং আরএনএ ভাইরাসের তুলনায় মিউটেশনকে সনাক্ত করে মেরামত করতে পারে ভালো ভাবে। যার মানে এটা হঠাৎ বদলে এক মানুষ থেকে আরেক মানুষে সংক্রমণে পারদর্শী হয়ে উঠবে এটা আশা করাটা বাড়বাড়ি হবে। মাক্ষিপক্ষ উপসর্গ ছাড়াই ছড়িয়ে পড়তে পারে এমন নয়, কারণ এটি স্বকে ক্ষত সৃষ্টি করে। যদি মাক্ষিপক্ষ উপসর্গবিহীনভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে তবে তা বড়ো সমস্যার সৃষ্টি করবে। কারণ ভাইরাসটিকে ট্রাক করা কঠিন হয়ে পড়বে।

ছবির বিবরণ : এখানে একটি রঙিন ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোগ্রাফে মাক্ষিপক্ষ ভাইরাসের ছবি দেখানো হয়েছে। গুটিবসন্ত ভাইরাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

ছবির জন্যে কৃতজ্ঞতা : ইউকে হেলথ সিকিউরিটি এজেন্সি/সায়েন্স ফটো লাইব্রেরি।

হিট স্ট্রেসে মৃত্যুর আশঙ্কা বাড়ছে বিশ্বে

রোজ উষ্ণায়ন বেড়ে চলেছে। এর ফলে হিট স্ট্রেসে আক্রান্ত হয়ে মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কাও বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ২১০০ সালের মধ্যে ১০২ কোটি মানুষের জীবনে এই উষ্ণায়নের প্রভাব পড়বে। এখন আমাদের জীবনে তাপমাত্রা বৃদ্ধির যা প্রভাব পড়ছে তার থেকে প্রায় ৪ গুণ বেশি পড়বে আগামী ৭-৮ দশকের মধ্যে। সম্প্রতি

বিবিসিতে প্রচারিত এক খবরে বলা হচ্ছে খোলা জায়গা ও কারখানায় কাজ করা লোকদের হিট স্ট্রেসে আক্রমণে মৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়ছে। সিঙ্গাপুরের চিকিৎসক ডাঃ জিঙলি জানান, গরম এড়াতে আমাদের যাবস পরজন্ম ব্যবহার করছি তার ফলে সৃষ্টি হওয়া 'মাইগ্রো ক্লাইমেট' পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

BONGAON MUNICIPALITY
Supply of Hopper Dumper tipper 3.3 cum suitable for mounting on Truck BS 6 for Conservancy Department of Bongaon Municipality. Tender reference-**WBMD/13/BM/2022-23/PWD Dt. 31.05.2022.** Group No-Tender ID-**2022 MAD 382976** 1.1.Bid Submission Start date - **31.05.2022 from 17.30.2 Date & Time of Pre-bid meeting-09.06.2022 at 14.00. 3.E n d date - 15.06.2022 at 16.00. 4.Bid opening date :- 17.06.2022 at 16.00.**All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/ Chairman Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Supply of Hydraulic Platform Working Height 12 Meter for Conservancy Department of Bongaon Municipality Tender reference-**WBMD/14/BM/2022-23/PWD Dt.31.05.2022** Group No.- Tender ID-**2022 MAD 382981** 1. 1.Bid Submission Start date - **31.05.2022 from 17.30. 2.Date & Time of Pre-bid meeting-09.06.2022 at 14.00. 3.End date-15.06.2022 at 16.00. 4.Bid opening date :- 17.06.2022 at 16.00.**All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/ Chairman Bongaon Municipality

ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড
CIN : L45202WB1961PLC025181
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪ মাছু বেন, কলকাতা-৭০০০০১
ওয়েবসাইট : www.mcnalybharat.com, ইমেইল : mbecal@mbecd.co.in
ফোন : (০৩৩) ৪৪৬৯ ১২২২

বিবরণ	একমেবাহিতীয়ম				একত্রিত			
	সমাপ্ত হ্রৈমাসিক	সমাপ্ত বছর	সমাপ্ত বছর	সমাপ্ত বছর	সমাপ্ত বছর	সমাপ্ত বছর	সমাপ্ত বছর	
১. কাজের থেকে মোট আয়	৩১.০৫.২০২২	৩১.০৫.২০২২	৩১.০৫.২০২২	৩১.০৫.২০২২	৩১.০৫.২০২২	৩১.০৫.২০২২	৩১.০৫.২০২২	
২. এই পর্ব থেকে প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	
৩. কাজের আগে এই পর্ব থেকে প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি)	(৬৩৫৫.৬৫)	১১৫.৫২	১৩৬৯.৯১	(৭৭১৪.২৩)	(৫০০৫.৫৮)	(৩০০২.৫৫)	(৪৩৫০.৫৭)	
৪. কাজের পর এই পর্ব থেকে প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি)	(৬৩৫৫.৬৫)	১১৫.৫২	১৩৬৯.৯১	(৭৭১৪.২৩)	(৫০০৫.৫৮)	(৩০০২.৫৫)	(৪৩৫০.৫৭)	
৫. অনাদ্য কমপ্লিমেন্টস আয় (প্রকৃত করে)	৩৩.৯১	৮.৪৪	১৩.০৫	২৭.৭৯	১৭.৭৫	৭৭.৭৫	৩৫.৭৫	
৬. এই পর্বের মোট কমপ্লিমেন্টস আয়	(৬৩২১.৭৪)	১২৭.৩৫	১৩৮২.৯৬	(৭৬৭১.৪৪)	(৪৯৮৫.৮৩)	(১১৯৭৭.৫৬)	(৪৩১৪.৬১)	
৭. ইয়ুটিলি শোয়ার মূলধন	২১১৫৭.০৮	২১১৫৭.০৮	২১১৫৭.০৮	২১১৫৭.০৮	২১১৫৭.০৮	২১১৫৭.০৮	২১১৫৭.০৮	
৮. মজুত (পুনর্লিঙ্গায় সরঞ্জাম বাইত)	-	-	-	(২২৭৬৪.৪৫)	(১৩৭৬৪.১৮)	(৩৮৪৬৪.৯৮)	(২৪৮১.৫৯)	
৯. এই পর্বের মোট প্রকৃত লাভ (ইউপিএ) (প্রতিট ১০টাকা করে)	(৬.০০)	০.০৫	০.৬৫	(৬.৬৫)	(২.৬৫)	(৫.২৫)	(২.১১)	
মূল (টাকায়)	(৬.০০)	০.০৫	০.৬৫	(৬.৬৫)	(২.৬৫)	(৫.২৫)	(২.১১)	
লক্ষ্যত (টাকায়)	(৬.০০)	০.০৫	০.৬৫	(৬.৬৫)	(২.৬৫)	(৫.২৫)	(২.১১)	

দ্রষ্টব্য : সেবি 'লিটিং' আন্ত আদার ডিসকোজার রিকোয়ারমেন্ট রেজলেশন, ২০১৫এর তদনং খারা অনুযায়ী ওপরের বিবরণীটি কোম্পানির পূজামুখ্য আর্থিক ফলাফলের সফিক্ত বিবরণ হিসাবে দেখানো হল। হ্রৈমাসিকের বিস্তারিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে বিসইসই ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com) ও এনএসইসই ওয়েবসাইটে (www.nseindia.com) এবং কোম্পানীর ওয়েবসাইটে (www.mcnalybharat.com)।

ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর পক্ষে
(কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেসের আওতায় থাকা একটি কোম্পানি)
অনুজ্ঞা হ্রৈন
ডাইরেক্টর (নির্ধারিত)
IBBI / IPA-001 / IP-P00142 / 2017-18 / 10306
DIN: ০০789624

ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড ইনসলভেন্সি আন্ত বাধ্যবাধকতা কোড ২০১৬ এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেসের আওতায় থাকা একটি কোম্পানি। এটি ব্যবসায়িক কার্যকলাপ, সম্পর্ক এবং সম্পর্কিত বিষয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে উক্ত কোডের আওতায় ২৪.০৮.২০২২ তারিখে জারি করা ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনালের আদেশ অনুসারে নিম্নত ভারপ্রাপ্ত রেজলিউশন আধিকারিক নি: অনুজ্ঞা হ্রৈন।)

Date & Time of Download : 02/06/2022 17:08:31

BSE ACKNOWLEDGEMENT

Acknowledgement Number	4112698
Date and Time of Submission	6/2/2022 5:08:17 PM
Scripcode and Company Name	532629 - MCNALLY BHARAT ENGINEERING COMPANY LTD.
Subject / Compliance Regulation	Announcement under Regulation 30 (LODR)-Newspaper Publication
Submitted By	Indrani Ray
Designation	Company Secretary & Compliance Officer

Disclaimer : - Contents of filings has not been verified at the time of submission.



National Stock Exchange Of India Limited

Date 02-JUN-22

NSE Acknowledgement

Symbol: MBECL

Name of the company: Mcnally Bharat Engineering Company Limited

Subject: Newspaper Advertisements

Date of Submissions: 02-Jun-2022 17:14:27

Application No. 2022062064408

We hereby acknowledge receipt of your submission. Please note that the content and information provided is pending to be verified by National Stock Exchange of India Limited.